নতুন প্রজন্মের দিন

মখদুম আজম মাশরাফী

এই শীত মৌসুমে গিয়েছিলাম আমার শৈশবের ডোমার উপজেলায়। টেলিভিশনে বাংলাদেশের একাধিক চ্যানেল, ভারতের কিছু চ্যানেল আর রুশ চ্যানেল দেখেছি ডোমারে বসে। অনেক পরিবর্তন। বিটিভির সেই কোষ্ঠকাঠিন্যসূলভ অনুষ্ঠানে আর সীমাবদ্ধ নেই রুচি। নতুন চ্যানেলগুলো অনেক উন্নত অগ্রসর অনুষ্ঠান সৃষ্টি ও পরিবেশনা করছে। নতুন প্রজন্মের চমক দেয়া মুখ ও সাবলিলতা মুগ্ধ ও আনন্দিত করেছে আমাকে। আরও অগ্রসর হবে এ প্রজন্ম এ বিশ্বাসে কোন দ্বিধা নেই।

ডিসেম্বর ছিল বিজয়ের মাস। অনুষ্ঠানের প্রায় অংশ জুড়ে ছিল মুক্তিযুদ্ধের ছবি, স্মৃতিচারণ ও গান। তৃতীয় মাত্রায় ছিল বর্তমান রাজনীতির বিতর্ক, তর্ক ও আলোচনা। কখনও জ্ঞানগর্ভ, কখনও আবেগআপ্লুত আর প্রায় সময়ই স্বভাবসূলভ উত্তেজনা। পাশে বসে প্রায়ই সঙ্গ দিত আমার ভাসতা-ভাসতিরা। ওদের সবার কিশোর বয়স। স্বাক্ষর, রিয়াদ, প্রতীক, সুমি এদের নাম। টিভিতে একাত্তরের রণাঙ্গনের ছবি, এর আগের আন্দোলন, বুদ্ধিজীবি হত্যার দৃশ্য, উন্মুল মানুষের উর্দ্ধশ্বাস পালাবার দৃশ্য, খন্ড খন্ড ভাবে দেখানো হচ্ছিল।

এই সব কিশোর-কিশারীদের সাথে কথা বলে জানলাম 'বিজয়' মানে, 'স্বাধীনতা' মানে মেজর জিয়ার ঘোষনা, মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ, পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণের ঘোলাটে ঘটনার বর্ণনা। শেখ মুজিবের সাথে, মওলানা ভাসানীর সাথে স্বাধীনতার বা বিজয়ের সম্পর্ক বিষয়ে এদের কোন ধারনাই নেই। একাত্তর থেকে পচাত্তর এর পুরো পটভুমিই অনুপস্থিত এদের জ্ঞানে। উনসত্তরেরর আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৭০ এর ঘুর্ণিঝড়ের পর পল্টন ময়দানে ভাসানীর পাকিস্তানীদের প্রতি ওয়েলকুম ঘোষণা, প্রবল আন্দোলনের চাপে ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, আইয়ুব খানের বিদায়, মুজিবের মুক্তি। এর আগে

৫৪ নির্বাচন, ৬ দফা এ সবের কিছুই জানা নেই এই কিশোরদের। অথচ আই চ্যানেলে তৃতীয় মাত্রার মত জ্ঞান গর্ভ আলোচনা চলছে পুরোদমে। এই প্রজন্মের নতুনদের কাছে তার কোন আবেদন পৌছাতে পারছে না।

তৃতীয় মাত্রার উপস্থাপক শ্রোতাদের একবার যথার্থই বলেছেন, 'সরকারী ও বিরোধী পক্ষ সবসময়ই নিজেদের কৃতিত্ব দাবী করে উত্তপ্ত আলোচনা করে চলেন। কিন্তু জনগণের কৃতিত্বের দাবী কেউ করেন না..'। আর এ জন্যেই মূলতঃ আগামী দিনের নাগরিক নতুন প্রজন্মকে ইতিহাসে তথ্য সমৃদ্ধ করে তুলবার কোন উদ্যোগ কারও নেই।

আলোচনায়, সভাসমিতিতে, পত্র-পত্রিকায় অনর্গল সম্পূর্ণ দু'ধারার তথ্য পরিবেশন চলছে। এক, সরকারীদলীয় অতীত ও আত্মপ্রচারণা, দুই, বিরোধী দলীয় তথাকথিত "স্বাধীনতা পক্ষের" অসহিষ্ণু একচেটিয়া স্বাধীনতার কৃতিত্বের জোর দাবী। এরা কিন্তু কেউই টার্গেট করছেন না আগামীদিনের ভোটার ও কর্ণদারদের। এই দু'ধারার দলগুলির সার্বক্ষণিক কাজ ও চিন্তা হল পরস্পরের প্রতি কাঁদা ছোড়াছোড়ি করা। বক্তৃতা, বিবৃতি, কর্মসূচীর সবই সেই প্রতিপক্ষের বিরোধীতার উদ্দেশ্যে। সরকারী দল যে দেশ পরিচালনায় দায়িত্বে তাঁদের কোন সময় নেই সে

জন্যে। বিরোধীদলও যে জনগন নির্বাচিত, সংসদে গিয়ে দায়ীত্ব পালনে দায়বদ্ধ, তার কোন তোয়াক্কাই তাঁরা করেন না। বিরোধীদলীয় নের্তৃত্ব ৭৬ দিনের বেশী সংসদে অনুপস্থিত থাকেন বিপুলসংখ্যক সংসদ সদস্য সহকারে। প্রধানমন্ত্রীও তেমনিই অনুপস্থিত থাকেন সংসদে দীর্ঘদিন। অথচ সরকারী যে কোন ছোট কর্মচারী কাজে অনুপস্থিত থাকলে তার চাকুরী নিয়ে টানাটানি শুরু হবার কথা।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এখনও দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি নামে মাত্র হলেও টিকে আছে। বাক স্বাধীনতার কোন বাধা নেই। যে যখন যেখানে যা খুশী বলতে পারেন। সংসদ হোক, মাঠ হোক বা মিডিয়াতে হোক। এই ব্যবস্থায় বাংলাদেশকে আনার জন্য যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের কথা ভাবলে কষ্ট হয়। দেশে বিরোধীদল হল একমাত্র রাজনৈতিক দল

বলা যায়। অন্যান্য ছোট ছোট দলগুলির ভূমিকা কেবল জোটবদ্ধ হলে। সরকারী দলকে বলা চলে রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম। দলছুট কিছু মানুষ, প্রাক্তন সৈনিক ও অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের নিয়ে এই প্ল্যাটফরম। ধর্মপন্থী দলটি সরকারী জোটে এসেছেন তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য। আর বিরোধী মোর্চার যাঁরা আছেন তাঁরাও সেই একই কারণে। কথায় বলে বনে আগুন লাগলে বাঘ ও হরিণ একই পথে পালায়।

জোটের ধর্মপন্থী দলটি ছাড়া অন্য কোন দলের দলীয় প্রশিক্ষণের ধারা নেই। একজন দক্ষ চিকিৎসক, প্রকৌশলী বা আমলা হতে যদি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় তবে রাজনীতিক হতে হলে অবশ্যই প্রশিক্ষণ থাকা অত্যন্ত জরুরী। কারণ রাজনীতিকরাই গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নই শুধু নয় প্রশাসন, অর্থনীতি, উন্নয়ন, শিক্ষা, শিল্প, সামরিক প্রতিটি ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণ, কর্মসূচী প্রণয়ন আর এসবের বাস্তবায়নের গুরু দায়িত্ব নেন। বলা যায় সকল কাজের কাজী হতে হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় একজন দলের গুরু দায়ীত্ব নেয়ার আগে, উচ্চ পর্য্যায়ের কর্মকর্তা হওয়ার আগে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়ে রীতিমত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যোগ্যতা প্রমাণের পরই কেবল রাজনীতিতে যোগ্য স্থান পেতে পারেন।

যেমন ধরুন, বিরোধীদল যদি স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র ক্ষমতা ধারনের পরে দলের তরুণদের মধ্য থেকে অথবা সাধারণ তরুণদের দলের মধ্যে এনে তাঁদের প্রশিক্ষিত করে তুলতেন তাহলে দেশে আজ এক যোগ্য তরুন রাজনৈতিক প্রজন্ম সৃষ্টি হত। আজ এমন রাজনৈতি শূন্যতার সৃষ্টি হত না। নেতৃত্বেও শূন্যতার অবস্থাও সৃষ্টি হত না। এই প্রশিক্ষনের জন্য ইনিষ্টিটিউট গঠন করা যায়। দেশের প্রাক্তন মন্ত্রি, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি তা যে কোন দলেরই হোক এ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক হতে পারেন। সংলাপের মত জনগণের মধ্য থেকেও উৎসাহী ও যোগ্য ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ দিয়ে এবং লিখিত মতামত, কর্মসুচী ও পরামর্শ আহবান করে 'ব্রেইন ষ্টর্ম' প্রক্রিয়ায় 'আইডিয়া' বা 'ধারণা' ও 'চিন্তা', জেনারেট করা সম্ভব। এমনকি প্রতিবেশী বা অন্যদেশীয় গনতান্ত্রিক ব্যক্তিদের কন্ট্রিবিউশনও এ প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারে।

যাহোক তার স্বরে চিৎকার করে ইতিহাস পরিবর্তন করা যায় না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস শুধু বাংলাদেশীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় -- এ কথা বুঝতে হবে। আর আবেগ প্রসূত বা মিথ্যে ইতিহাস দিয়ে ভবিষ্যৎ পরিচালিত হলে তা কখনই সুফল বয়ে আনতে পারে না। বাংলাদেশের ৩৫ বছরের ইতিহাস তাই প্রমাণ করে। এ বছরগুলিতে যত না শোনা গেছে আত্মপ্রচারের, আত্ম গুনগানের উচ্চস্বর আর অন্যের কৃতিত্বকে খাটো করবার প্রাণপন প্রয়াস, ঠিক ততখানি উহ্য রয়ে গেছে কর্মসূচী, কর্মযজ্ঞের উপস্থিতি। এবার নতুন প্রজন্মের দু'জন তরুনের চিন্তার কথা স্বরণ করা যাক। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বড় ছেলে নিহত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের রহমানের কবরে গিয়ে বললেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে শেখ সাহেবের অনেক অবদান আছে। অন্যদিকে বিরোধীদলীয় নেত্রীর ছেলের ধারণা বাংলাদেশে বর্তমানে কোন গনতন্ত্র নেই। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, প্রবীনদের আবেগ আপ্লুত ধারণা ও ইতিহাস নতুন প্রজন্ম গ্রহণ করবে না। এরা প্রকৃত ইতিহাস দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হবেন। এ সত্য ভুলে প্রাণপন আত্মপ্রচার আর নিজ কৃতিত্ব দাবীর প্রতিযোগীতা করে শুধু জাতির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতকেই বিনষ্ট করা হবে। অন্যদিকে গৌরবময় ইতিহাসকে নিরপেক্ষভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিলে তা দেবে নতুন ভবিষ্যতের সম্ভবনা। মুক্ত মিডিয়ার দেশ বাংলাদেশে আছে প্রজন্ম তথ্য পরিবেশনার অফুরন্ত সুযোগ। টিভি চ্যানেলগুলো ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করেছে নতুন ধারার টিভি কর্মী। সুখের কথা যে রাজনীতি নিয়ে এই চ্যানেলগুলো মাতামাতি করে না। সে ভালো। কিন্তু জাতির প্রকৃত ইতিহাস থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকাও কল্যাণকর নয়। বিশেষ করে তরুণ কিশোরদের মধ্যে দেশ চেতনা ও দেশ জ্ঞান প্রসারে এরা অনুষ্ঠান পরিবেশনা করে অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। রাজনৈতিক দলগুলো এই চ্যানেলগুলোর সেবার সুযোগ নিতে পারেন এ ক্ষেত্রে। আর রাজনৈতিক প্রশিক্ষন নির্ভর কর্মসূচী নিলে শূধু রাজনীতিক নয়, জাতি ও জনগণও উপকৃত হবেন - গনতন্ত্র সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হবে। এশিয়ার অন্যান্য অনেক দেশের মত আমরাও আচরণে ও অর্থনীতিতে অনেক উচুঁতে পৌঁছাতে পারবো। এ বিশ্বাস এই জন্য যে, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই যেখানে বাংলাদেশের তরুণরা শিক্ষক বা বিজ্ঞানী হিসাবে কৃতিত্ব অর্জন করছেন না। এমন কোন বড় প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে বাংলাদেশের মেধা বিজ্ঞানী অথবা বিশেষজ্ঞ হিসেবে অবদান রাখছেন না।

মখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া